সংবাদ

তারিখ ... 29 OCT 2002

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে রমরমা ভর্তি বাণিজ্য চলছে

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (কেপিআই)-এ রমরমা ভর্তি বাণিজ্য চলছে বলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন।

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান লাভের পর রহস্যজনকভাবে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি। কেপিআই-এর ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে ছাত্র সংসদের কথিত নেতৃবৃন্দ জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৩শ' ৫২টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য ৩শ' ৫২ জনকে মেধা তালিকা ও ১শ' ৭৫ জনের অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়। মেধা তালিকা থেকে ২শ' ৭৬ জন ভর্তির পর বাকি ৭৬টি আসনের জন্য ৫০ জন ভর্তি পরীক্ষার্থীদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। অভিযোগ যে, ২৬টি আসন ফাঁকা থাকছে সেটি নিয়ে খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে চলছে রমরমা 'সমঝোতার ভিত্তিতে' ভর্তি বাণিজ্য। ২৬টি 'অঘোষিত আসনে' ভর্তি বাণিজ্যে দাম উঠেছে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত। ছাত্র সংসদের আদু ভাই(!) ছাত্রনেতার ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে ওই ছাত্রনেতার ইচ্ছা ও মর্জিমাফিক অপেক্ষমাণ তালিকা হতে ভর্তির তারিখ কোন ঘোষণা ছাড়াই পরিবর্তন করা হয়েছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, অপেক্ষমাণ তালিকার যে ২৬টি সিটের ব্যাপারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়নি, সেগুলোতে ভর্তির জন্য বিনা রসিদে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ছাত্রনেতারা টাকা আদায় করছে ভর্তির আশ্বাস দিয়ে।

বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান

বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বিএসটিআই-এর কার্যক্রম গতিশীলকরণ এবং প্রতিটি জেলায় বিএসটিআই-এর শাখা স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন।

সভায় বক্তারা বলেন, বাজারে যে সমস্ত বাধ্যতামূলক পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনকারিগণ বিএসটিআই-এর সনদ গ্রহণ ব্যতীত বাজারজাত করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

১৪ই অক্টোবর ৩৩তম বিশ্বমান দিবস উপলক্ষে বিএসটিআই আঞ্চলিক অফিসে উপ-পরিচালক (মেট্রলজি) মো. আনোয়ার হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনার জেলা প্রশাসক মো. রেস্তাদুল ইসলাম।